২৬-০৭-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এ হলো অলমাইটি গভর্নমেন্ট, বাবার সাথে ধর্মরাজও আছেন, তাই বাবাকে নিজের কৃত পাপের কথা বলো, তাহলে অর্ধেক মাফ হয়ে যাবে

প্রশ্ন :-- কোন্ আধারে রাজধানীর মালিক আর প্রজাতে সাহুকার তৈরী হয় ?

উত্তর :- রাজধানীর মালিক হওয়ার জন্য এই পড়াতে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে । এই পড়াতেই পদের প্রাপ্তি হয় । যারা সাহুকার প্রজা হবে তারা এই জ্ঞান নেবে, বীজও বপন করবে অর্থাৎ সহযোগী হবে, পবিত্রও থাকবে কিন্তু এই পড়াতে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেবে না । পড়াতে মনযোগ তখনই দেবে, যখন প্রথমে পাক্কা বিশ্বাস হবে যে আমাদের স্বয়ং ভগবান পড়াতে এসেছেন । যদি সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা না থাকে, তাহলে তো তোমরা মোটা বুদ্ধির হয়ে গেলে । আর নিশ্চয়তা থাকলে নিয়মিত পড়া উচিত । ধারণও করা উচিত ।

গীত :-- নয়ন হীনকে পথ দেখাও প্রভু ...

ওম্ শান্তি । কলিযুগকে অন্ধকারের নগরী বলা হয় কেননা সব আত্মারা বুদ্ধিহীন হয়ে গেছে, এমন নয় যে তারা চোখে অন্ধ । অন্ধকারের নগরীতে সবাই জ্ঞান নেত্রহীন, যেন অন্ধের সন্তান অন্ধ । সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে । আমরা সকল আত্মার বাবা, তিনি হলেন পরমাত্মা, আমরা যখন সমস্ত আত্মারা ওই মূল বতনে থাকি, তখন সবাই জাগ্রত জ্যোতি । প্রথমে - প্রথমে সকলেই স্বচ্ছ সোনা ছিলো । সত্যযুগকে বলা হয় গোল্ডেন এজ । হিন্দীতে পারস পুরী বলা হয় । এখন হলো আয়রন এজ অর্থাৎ তমোপ্রধান পাথর বুদ্ধির । সত্যযুগে ঘরে ঘরে আলো আর কলিযুগে ঘরে ঘরে অন্ধকার । দেবী - দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে গেছে । সব এখন ধর্ম ভ্রষ্ট এবং কর্ম ভ্রষ্ট । এখন কেউই নিজেকে দেবতা বলতে পারবে না কারণ সবাই বিকারী । বাবা সব রকরের উদাহরণ দিয়েছেন । তাকে বলা হয়েছিলো, আদি সনাতন তো দেবতা ধর্ম, তাহলে তুমি আদি সনাতন হিন্দু মহাসভা কেন বলছো ? তিনি বললেন - দাদা জী, আমরা নিজেদের দেবতা বলতে পারি না কেননা আমরা অপবিত্র । এখন তো দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে কেননা এ তো মিশনারী । ক্রাইস্ট যখন এসেছিলেন তখন যেমন ক্রিশ্চিয়ান ছিলো না । এই সময়ও তেমন দেবতা ধর্ম নেই । এখন ব্রাহ্মণের স্থাপনা হচ্ছে । এই ব্রাহ্মণরাই পরে দেবী - দেবতা হয় । পরমপিতা পরমাত্মা বলেন - আমিই দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি । আত্মারা,আমিই তোমাদের পারলৌকিক পিতা, আমিই তোমাদের এখানে পাঠাই । ওই হলো যেমন ক্রিশ্চিয়ানদের মিশনারী তেমনই এ হলো দেবতা ধর্মের মিশনারী । স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা এতদিন যা শুনে এসেছো সবই মিথ্যা । যদিও ড্রামা অনুসারে এ হতেই হবে । এই মায়ার ব্যান্ডেজকে মুক্ত করার জন্য কল্পে - কল্পে আমি এসেই বোঝাই আর আমি এসেই ব্রহ্মার দ্বারা দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি । দ্বাপর থেকে আবার অনেক ধর্মের স্থাপনা হয় । সেই সময় দেবতা ধর্ম থাকে না । তাকে বলা হয় রাবণ রাজ্য । গীতা হলো ভারতের সর্বোত্তম ধর্মশাস্ত্র কেননা এ হলো ভগবানের গায়ন । আর সমস্ত শাস্ত্রই মানুষের গায়ন । কৃষ্ণ তো সত্যযুগে প্রালব্ধ ভোগ করেছিলো । এখন বাবা বলছেন -- আমি এই ভারতে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব স্থাপন করতে এসেছি । আর কাউকেই তো গীতার বক্তা বলা যাবে না । ভগবানই বলেন --হে ভারতবাসী বাচ্চারা, আমি এসেছি ব্রহ্মার দ্বারা দেবতা ধর্ম স্থাপন করতে । প্রথমে তো ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণের

প্রয়োজন । দেবতারা তো প্রলব্ধ ভোগ করে । এখন এই ভারত হলো নরক । আর কোনো গীতার প্রবক্তাই এই কথা বলতে পারে না যে – কাম হলো মহাশত্রু, একে জয় করতে পারলেই তোমরা স্বর্গের মালিক হতে পারবে । যতই তোমরা সমস্ত ভারতে যাও, কেউই এমন বলতে পারবে না কারণ তারা নিজেরাই বিকারী । সেই বেচারারাও জানে না যে, এ হলো সকলেরই অন্তিম জন্ম । বাবা বলেন যে, প্রথমে তো এ হলো এনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম, যেই জন্মে আমি প্রবেশ করি অর্থাৎ এখন সম্পূর্ণ সৃষ্টিরই অন্তিম সময় । এই এক জন্মের জন্য তোমরা পবিত্রতার দায় নাও । এ তো কোনো মিথ্যা কথা নয় । মহাভারী লড়াইও তোমরা দেখছো । অল্প – অল্প রিহার্সাল তো হতেই থাকবে । বাচ্চারা বিনাশ আর স্থাপনার সাক্ষাৎকার করেছে । এতেই সিদ্ধ হয় এ হলো অন্তিম জন্ম । গীতা যারা শোনায়, তারা বলতে পারে না যে, এ হলো অন্তিম জন্ম, তাই পবিত্রতার দায় নাও । এ হলো তোমাদের রাজযোগ । তোমরা রাজত্ব পাওয়ার জন্য তপস্যা করছো । এখন তোমাদের এই প্রকৃত কামাই করতে হবে । তোমরা এই অন্তিম জন্মে পাথরনাথ থেকে পারসনাথ হও । সম্পূর্ণ উঁচু পদ পাও তোমরা ।বাবার যারা পুরানো সন্তান ছিলো, যাদের মায়া ভস্মীভূত করেছে, বাবা তাদের এসে জাগান । এখন সমস্ত আত্মাই কালো, তমোপ্রধান । আত্মাই কালো এবং গোরা হয় । আত্মাকে নির্লিপ্ত বলা সম্পূর্ণ মিথ্যা । আত্মা সঙ্গে করে সংস্কার নিয়ে যায় । বাবা এখন বলছেন, তোমরা আত্মারা এখন ঈশ্বরীয় মতে চলছো । ইউরোপিয়ানরাও বলে যে, ভারতে গড – গডেজের রাজধানী ছিলো । ভগবান রাম, ভগবতী সীতা, কিন্তু তাদের ভগবান বলা যাবে না । সে তো দৈবী রাজত্ব । সেখানে কোনো ভগবান থাকে না । ভগবান তো একজনই । দেবতা হলো তিন । বাকি সব মনুষ্য সৃষ্টি । যেমন ক্রাইস্ট এসে যখন ধর্ম স্থাপন করেছিলেন তখন খৃষ্টানরা ছিলো না । তেমন এখন দেবতা ধর্মও প্রায় লোপ হয়ে গেছে । সবথেকে উত্তম ধর্ম হলো দেবতাদের । বাবা বলেন যে প্রথমে আমি এই রুহানী ব্রাহ্মণ ধর্মের রচনা করি । এই রুহানী ব্রাহ্মণই পরমধামের রাস্তা বলে দেয় । মানুষ বলে, ভক্তরা ঘরে বসেই ভগবানকে পেয়ে যায় । তাই বাবা বলেন, প্রথম নম্বর ভক্ত তো দেবতারাই হবে । লক্ষ্মী – নারায়ণই প্রথম প্রথম ভক্তি মার্গ শুরু করেছিলেন । সোমনাথের মন্দির তারাই বানিয়েছিলেন, বাবা কতো পরিষ্কার করে বলেন । এই জ্ঞান তারাই ধারণ করতে পারবে যারা রাজধানীর মালিক হবে । আর যারা প্রজাতে সাহুকার হবে তারা জ্ঞান শুনবে । তারা বীজ বপন করবে কিন্তু বেশী পড়বে না । তারা পবিত্র থাকবে । বাবা বলেন -- বাচ্চারা, এ হলো পড়া । এই পড়া পড়েই পদ পেতে হবে । পদ হলো অনেক উঁচু । প্রথমে তো এই নিশ্চয়তা চাই যে কৃষ্ণ নন, ভগবান তাঁর বাচ্চাদের পড়াতে এসেছেন, বাকি হ্যাঁ, এই পড়াতে আমরা কৃষ্ণ সম হতে পারবো । তোমরা সবাই তো প্রিন্স – প্রিন্সেস হও । যাদের সম্পূর্ণ এই নিশ্চয়তা থাকে না, তারা এই স্কুলে এমনভাবে বসে থাকে যেন বুদ্ধু । নিশ্চয়তা যদি থাকে তাহলে নিয়মিত পড়তে হবে । না হলে কিছুই বুঝতে পারবে না । অবিনাশী বাবার দ্বারা এ তোমাদের অবিনাশী প্রালব্ধ । বাকি সবই কবরে চলে যাবে । যতক্ষণ না আমরা তৈরী হই, অল্প কিছুই থাকবে । তারপর সে সবও শেষ হয়ে যাবে । আমি আর তোমরাও আগের কল্পে এইসব দেখেছিলাম । এখনও তা আবার দেখছি । এখনবলবে, পাঁচ হাজার বছর বাদে আবার এই ধর্ম স্থাপন করছি কেননা ওদের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড আর সৃষ্টির আদি – মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান থাকতে পারে না । এই জ্ঞান একমাত্র বাবা এসেই দেন । ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ যেখানে আত্মারা ডিমের আকারে থাকে । ওই সন্ন্যাসীরা তো ব্রহ্মকেই ঈশ্বর বলে দেয় । এখন ব্রহ্ম তো হলো তত্ব । পরমপিতা পরমাত্মা হলেন শিব । ওরা তো ব্রহ্মোহম বা শিবোহমও বলে থাকে কিন্তু শিব তো হলেন ব্রহ্মা – বিষ্ণু এবং শঙ্করের রচয়িতা । বলা হয় না -- ভাগীরথ গঙ্গা নিয়ে এসেছিলো । এই ভাগীরথ হলো মানুষ । নন্দীগণ তো পশু হয়ে গেলো । ওরা গোশালা অক্ষর শুনেছে তাই ষাঁড়কে রেখে দিয়েছে । মন্দিরেও

সঠিক চিত্র আছে --- লক্ষ্মী - নারায়ণ আর রাম - সীতার । এঁরা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু, যাঁরা প্রালব্ধ ভোগ করে । প্রজারাও প্রালব্ধ ভোগ করে । লক্ষ্মী - নারায়ণ প্রথম -দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ---
--এইভাবে আট বাদশাহী চলতে থাকে । তাঁদের বাচ্চারা রাজত্ব করে । সীতা - রামেরও এমনভাবেই চলতে থাকে । এরপর গায়ন হয় যে জগদম্বা আদি দেবী আর ব্রহ্মা আদি দেব । অ্যাডম এবং ইভ --এরা দুজনেই এখন কালো এরপর তারা গোরা হয় । দুনিয়া এইসব কথা কিছুই জানে না । কালী - দুর্গা - অম্বা, সব একেরই নাম । প্রকৃত নাম তো সরস্বতী । তাই আত্মাই কালী হয়, বাকি কেউ কালো মুখের থোড়াই হয় । এই সময় সমস্ত আত্মাই কালো । আমরা সবাই বাঁদর তুল্য ছিলাম । এখন বাবা আমাদের তাঁর সেনা বানিয়েছেন । এখন আমরা রাবণকে জয় করছি ।

বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের সমস্ত শাস্ত্র - বেদের সার ব্রহ্মার দ্বারা শোনাই । ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্র দেখানো হয় । শাস্ত্র তো একটাই হওয়া উচিত, তাই না । তাই এখন ব্রহ্মার হাতে আছে - শিরোমণি গীতা । বাবা বসে ব্রহ্মার দ্বারা সমস্ত বেদ গ্রন্থের সার বলে দেন । তাকেই গীতা বলা হয় । বাকি কোনো শাস্ত্র নেই । বুদ্ধিতে একমাত্র গীতাই আছে । গীতায় ভগবান উবাচঃ আছে যে, কাম হলো মহাশত্রু, তাই যিনি গীতা শোনান, তাঁর বলা উচিত যে, একে জয় করো, তবেই স্বর্গের মালিক হতে পারবে । ওরা তো এমন কথা কখনোই বলবে না । সকলেই মিথ্যা বলতে থাকে । আমিও আগে মিথ্যা বলতাম । আমিও অনেক গুরু করেছি । অর্জুনকেও তো বলা হয়েছিলো যে, এদের সবাইকে ভুলে যাও । যদি না শুনেও থাকো তাহলে এখন আমি শোনাচ্ছি । তোমাদের এই গুরুদেরও পবিত্র আমি করি । এখন তোমরা যা - যা পড়েছো সব ভুলে যাও । না শুনে থাকলে এখন আমি শোনাচ্ছি । এখন তোমরা কড়ি থেকে হীরের তুল্য হচ্ছো । এখন এ সবই শেষ হয়ে যাবে । তোমরা বাচ্চারা বিনাশ - স্থাপনা দেখেছো, তাই তোমরা পুরুষার্থ করছো, বাবার কাছে সকলেরই পোতামেল থাকে । তারা লিখে দেয় - আমি এমন পাপী ছিলাম, এইসব করেছিলাম, কেননা ধর্মরাজ বাবা বলেন - আমাকে বললে অর্ধেক মাফ করে দেবো । এ সবই প্রাইভেট থাকে । পড়বেন আর ছিঁড়ে ফেলে দেবেন । এ হলো অলমাইটি গভর্নমেন্ট । এখন ঝাড় খুব ছোটো, এর মালী স্বয়ং ভগবান । ধীরে ধীরে এর বৃদ্ধি হবে । মায়া ঝট করে দ্বিধায় ফেলে দেয় । কোথাকার ছোটো কথা, কতো বড় কাহিনী বানিয়ে দেয় । কোথায় আমাদের লক্ষ্মী - নারায়ণ পুরুষোত্তম - পুরুষোত্তমিনী মহান পবিত্র ছিলেন আর এখানে তো সবাই অপবিত্র । সে ছিলো পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম ধর্ম । এখানে হলো অপবিত্র গৃহস্থ অধর্ম । ওরা জিজ্ঞেস করে তাহলে দুনিয়া কি করে চলবে ? বাবা বলেন, এই পুরানো দুনিয়া থাকবেই না । সব শেষ হয়ে যাবে । এ হলো অন্তিম জন্ম, তাই কাম কাটারি চালানো ছেড়ে দাও । জন্ম - জন্মান্তর ধরে তোমরা বিকারী মা - বাবর কাছে বিষের বর্সা পেয়ে এসেছো । এখন আমি অর্ডিন্যান্স বের করেছি - এই বিষের বর্সা বন্ধ করো । নাহলে বৈকুন্ঠে যেতে পারবে না । বিকার জয় করলেই স্বর্গে যেতে পারবে, না হলে পাতাল । রাম রাজ্য আকাশ হলে রাবণ রাজ্য পাতাল । এ হলো নাটক । এই সময় দেবতা ধর্মের লোকেরা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে । তারা তাদের আসল ধর্মকে জানে না । কোনো ধর্মে অল্প সুখ দেখলেই ঝট করে কনভার্ট হয়ে যায় । একে বলা হয় হাফ কাস্ট । এখানেই যাঁরা ব্রাহ্মণ কাস্টে এসেছে অথচ পুরুষার্থে কম, তাঁরা প্রজাতে পদ পাবে । বাবা পরিষ্কার কথা বলেন ।

এরা যে বলে, ঋষি - মুনি আদি ত্রিকালদর্শী ছিলেন, কিন্তু যখন তাঁরা জগত মিথ্যা বলেছেন তখন ত্রিকালদর্শী কিভাবে হবেন ? অনেক গল্পকথা বলা আছে । ওরা বলে অমুকে নির্বাণধামে গেছে - এও গল্পকথা । সকলকেই অভিনয়ের জন্য এখানেই হাজির থাকতে হবে । সকলের গাইডই হলেন বাবা ।

বাবা কাউকেই ভক্তি ছেড়ে দিতে বলেন না । যতক্ষণ না পরিপক্ক অবস্থা হয়, ততক্ষণ ভক্তি করুক । মনে রাখবে – আমি কারোর গুরু নই । তোমরা যেমন শুনছো, আমিও তেমনই শিববাবার থেকে শুনছি । আমাদের সকলেরই গুরু সেই এক নিরাকার । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ – ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১ ) এই শেষ জন্মে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হবে । আত্মাকে কালোর (ময়লা) থেকে গোরা (পবিত্র) সতোপ্রধান বানানোর পুরুষার্থ করতে হবে ।

২ ) অবিনাশী প্রালব্ধ বানানোর জন্য নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে নিয়মিত এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়তে হবে । বাকি এতদিন যা পড়েছো তা বুদ্ধির সাহায্যে ভুলে যেতে হবে ।

বরদান : – একরস আর নিরন্তর খুশীর অনুভূতির দ্বারা এক নম্বর হয়ে অটুট সম্পদে সম্পন্ন ভব

এক নম্বরে আসার জন্য একরস আর নিরন্তর খুশীর অনুভূতি করতে থাকো, কোনো ঝামেলায় যেও না । ঝামেলায় গেলে খুশীর দোলা ঢিলে হয়ে যায় তখন তেজের সঙ্গে দুলতে পারবে না তাই সদা আর একরস খুশীর দোলায় দুলতে থাকো । বাপদাদার দ্বারা সমস্ত বাচ্চারা অবিনাশী, অটুট আর বেহদের সম্পদ পায় । তাই সদা সেই সম্পদের প্রাপ্তিতে একরস আর সম্পন্ন থাকো । সঙ্গম যুগের বিশেষত্ব হলো অনুভব, এই যুগের বিশেষত্বের লাভ নাও ।

স্লোগান :– - মনের মহাদানী হতে হলে রুহানী স্থিতিতে সদা স্থিত থাকো ।